৩) হিউমের কার্য-কারণ তত্ত্বের একটি স্পষ্ট বর্ণনা দাও এবং দেখাও যে এটি কীভাবে বুদ্ধিবাদীদের মতবাদ পৃথক?

উত্তর: হিউম তাঁর 'Enquiry' গ্রন্থে কারণের দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। তিনি অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কারণের প্রথম সংজ্ঞাটিকে এইভাবে সূত্রায়িত করেন। — কারণ হল এমন ঘটনা যাকে অন্য একটি ঘটনা অনুসরণ করে। যেক্ষেত্রে প্রথম ঘটনা () দ্বিতীয় ঘটনাকে (সদৃশ ঘটনা) সর্বদাই অনুসরণ করে। কারণের দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি হিউম নিম্নলিখিত ভাবে সূত্রায়িত করেন।

"কারণ হল এমন এক ঘটনা যাকে অন্য ঘটনা অনুসরণ করে এবং যার উপস্থিতি চিন্তাকে অন্য ঘটনার দিকে চালিত করে।"

কারণ ও কার্যের সম্বন্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হিউম যে প্রশ্ন তুলেছেন তা হল কোন মুদ্রণ (Impression) বা মুদ্রণসমষ্টি থেকে এই সম্বন্ধের ধারণা উদ্ভূত হয়েছে? হিউম বলেন কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ কোনো অনিবার্য সম্বন্ধ নয়। বহিঃ জগৎ ও মনঃ জগতের উপর বা দেহের উপর মনের ক্রিয়ায় কোথাও কার্যকারণের মধ্যে অনিবার্যতার সম্বন্ধের সাক্ষাৎ মেলে না। Enquiry-তে তিনি বলেন — সব ঘটনাকে স্বতন্ত্র; শিথিল ভাবে যুক্ত ও অসম্পৃক্ত বলে মনে হয়। একটি ঘটনা অন্য ঘটনার অনুগামী ঠিকই কিন্তু পূর্বগামী ও অনুগামী ঘটনার মধ্যে আমরা কোন বন্ধন সূত্রের সন্ধান পাই না। ঘটনার অসম্পৃক্তির কথা বলতে গিয়ে হিউম বলেছেন, "They are conjoined but never connected." কার্য-কারণ কখনো সংযুক্ত হতে দেখা যায়, কখনো সম্বন্ধযুক্ত হতে দেখা যায় না।

হিউম আরো বলেন যে যখন আমরা দুটি বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ কারণ ও কার্যের মধ্যে সন্নিকটবর্তীতা লক্ষ্য করি তার অর্থ এই নয় যে এরা সর্বত্রই দেশগত ভাবে সন্নিকটবর্তী, আমরা

বিভিন্ন আবেগের মধ্যে কার্য-কারন সম্বন্ধের কথা বলি। কিন্তু আবেগ গুলি দেশগতভাবে সন্নিকটবর্তী নয়।

কার্য-কারণের সম্বন্ধের মধ্যে আমরা বলি যে কালের দিক থেকে কারন-কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা- "The cause must be temporally priori to the effect." কার্য-কারন যদি একই সাথে অবস্থিত থাকে তবে হিউম বলেন পারম্পর্য (Succession) বলে কোনো বিষয় থাকে না। কারনিক অনিবার্য সম্পর্কে হিউম যে মত ব্যাখ্যা করেছেন তা এই রূপ -

প্রথমত; অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়া কখনো এ জ্ঞান হয় না যে, এই ঘটনার পর ঐ ঘটনা বা ঐ জাতীয় ঘটনা ঘটে বা ঘটবে। হিউম কারন ও কার্যের সম্বন্ধকে কখনো পূর্বতঃসিদ্ধ (A priori) বলেন নি। এই সম্বন্ধের জ্ঞান আসে সম্পূর্ন অভিজ্ঞতা থেকে, কারনিক অনিবার্যতা সম্বন্ধের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে নয়; অভিজ্ঞতা দিয়ে আবিষ্কার সম্ভব। যদি কোন প্রাকৃত ঘটনা উপস্থিত করা হয় তাহলে অনুভবের সাহায্য ছাড়া কেবল বিচক্ষন বিচার ও অভিনিবেশের সাহায্যে একথা জানা সম্ভব নয়, যে এই কারনটি থেকে এ কার্য ঘটবে।

দ্বিতীয়ত; যদি কোন একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়, এই ঘটনার পর ঐ ঘটনার ঘটল তাহলে কেবল সেই দৃষ্টান্ত ভিত্তিক অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করা যায় যে, দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারন সম্বন্ধ আছে।

তৃতীয়ত; যদি এই জ্ঞান হয় যে এই ঘটনা ঐ ঘটনার কারন তাহলে এদের সম্বন্ধ দুর্বোধ্য থেকে যায়। এদের মধ্যে যে পূর্বগামীতা বা অনুগামীতা আছে এটা ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিউম বলেন যে, একটি বিলিয়ার্ড বলের গতি দ্বিতীয় বলের গতি সঞ্চার করে। কার্য-কারণের কোনো বিশেষ দৃষ্টান্তে এমন কিছু থাকে না - যা শক্তির বা ~~অবশ্যম্ভাবী~~ অনিবার্য সম্বন্ধের ইঙ্গিত দেয়।

চতুর্থত; যদি কারনের মধ্যে কোন শক্তি বা কার্য কারনের মধ্যে অনিবার্যতার সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় তাহলে অভিজ্ঞতা ছাড়া কেবল অনন্ত অনুমানের সাহায্যেই বলা যেত যে এই ~~কারনের~~ কারণ থেকে এ কার্য ঘটবে।

Scanned by CamScanner

পঞ্চমত; হিউম বলেন কারণিক অনিবার্যতা কোনো বস্তুগত ধর্ম নয়। এই ধারণার মূলে আছে চিন্তা বা কল্পনার কিছু বোধ - কার্য-কারণের ~~অনুগামীতার~~ অনিবার্যতার মধ্যে আছে অভ্যাসজাত প্রত্যাশা (Habituales pectation)।

এই কথা বলার পরই হিউম কারণিক অনিবার্যতার ধারণার মধ্যে অভ্যাসের গুরুত্বের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ~~আমাদের~~ আমরা অভিজ্ঞতায় কতগুলি ঘটনাকে সন্নিকটবর্তী এবং পরপর ঘটতে দেখি, যেমন বহ্নি ~~শিখা~~ শিখা ও উত্তাপ। আমরা যখন অভিজ্ঞতায় পুনঃপুনঃ বহ্নিশিখা এবং উত্তাপের সহাবস্থান লক্ষ্য করি। তখন আমাদের মনে একটি প্রথা বা অভ্যাস (Customar habit) সৃষ্টি হয়। এই অভ্যাস আমাদের একটি প্রবণতার সৃষ্টি করে। প্রবণতাটি এই যে যখন এদের একটিকে পর্যবেক্ষণ করি তখন অপরটিকে ও আমরা অনুমান করে নেই। তিনি বলেন আমরা এই প্রবণতার জন্যে অনুমান করি। বহ্নিশিখার ধারণাকে কিংবা বহ্নিশিখার স্পন্দন থেকে উত্তাপের প্রাণবন্ত ধারণাকে, ধূমের প্রত্যক্ষণ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বহ্নির অনুমান করি এমন কি যদিও বহ্নির পর্যবেক্ষণ নাও হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এরূপ অনুমানের বস্তুগতভিত্তির নিশ্চয়তা কী? তখন হিউম আমাদের যে উত্তর দেবেন তা হল —

'Empirical verification'.

Coplestone তাঁর A History of Philosophy গ্রন্থে বলেছেন হিউম যেভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধের দৃষ্টিবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন অনেকটা সেভাবে চতুর্দশ শতাব্দীতে আর্টিকোর্টের নিকোলাস কার্য-কারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। Coplestone আরো বলেছেন যে - হিউম বলেছেন যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ এবং কার্য-কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ দুই-ই অস্বীকার করেন। আর হিউমের এই অভিজ্ঞতাকে Coplestone বিরোধীমুক্ত অভিজ্ঞতাবাদী মত বলেছেন।

[ঘ] বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধের কথা বলেন। তাদের মতে কারণ এক প্রকার শক্তি এবং কারণের এই শক্তি কার্যে অনুবর্তিত হয়। বুদ্ধিবাদীরা কারণ-কার্যের এই অনিবার্যতা সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে বলেন যে, বহ্নিশিখা উত্তাপের কারণ হলে বহ্নিশিখারূপ কারণের এক প্রকার শক্তি আছে যে শক্তি অনিবার্যভাবে উত্তাপকে উৎপন্ন করে। তাছাড়া কারণিক অনিবার্যতা সম্পর্কে বুদ্ধিবাদীরা বলেন কার্য-কারণ সম্বন্ধের জ্ঞান পূর্বতঃসিদ্ধ (A priori) বুদ্ধি দিয়ে কার্য-কারণ সম্বন্ধের জ্ঞান আবিষ্কার করা সম্ভব।

Scanned by CamScanner

বুদ্ধিবাদীদের কার্য-কারণ তত্ত্বের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কে হিউমের মতের মূল প্রভেদ হল এই যে, হিউম বলেন কার্য-কারণ সম্বন্ধের জ্ঞান কোন ক্ষেত্রে পূর্বতঃ সিদ্ধ নয়। এই জ্ঞান আসে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে। হিউম বলেন — "Cause and effects are discoverable not by reasone but by experience."

শক্তি কারনতবাদী বুদ্ধিবাদীদের বিপক্ষে হিউম আরো বলেন যদি কারনের মধ্যে কোনো শক্তি বা কার্য* কারনের মধ্যে অনিবার্যতার সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হত তাহলে অভিজ্ঞতা ছাড়া মনন অনুমানের সাহায্যে বলা যেত, এই ঘটনার ফলে ঐ ঘটনার ঘটবে।